

বালিকা বেলা

একটি দলিত প্রকাশনা



International Child
Development Initiatives

সম্পাদনায়
দলিত হার চয়েস প্রকল্প

বালিকা বেলা

(প্রকল্পভিত্তিক উপকারভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে একটি প্রকাশনা)

পরিকল্পনা, উপকরণ উন্নয়ন, প্রচন্দ ও সম্পাদনায় :

হার চয়েস প্রকল্প, কেশবপুর, যশোর

প্রকাশক :

দলিত, ৩৭/১ কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা

ফোন: +৮৮০৮১-৭৭৫০১৮

ইমেইল: dalitkhulna@gmail.com ওয়েব সাইট: www.dalitbd.org

আর্থিক সহযোগিতায় :

International Child Development Initiatives

গ্রন্থস্থল :

দলিত

প্রকাশকাল :

২০১৭

বর্ণবিন্যাস :

গ্রিন ভিউ কম্পিউটার, ১০৭, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা

সূচিকর্ম

০১. নির্বাহী পরিচালকের বাণী	০১
০২. একনজরে দলিত হার চয়েস প্রকল্প	০২
০৩. দলিত হার চয়েস বিভিন্ন গ্রন্থের নাম	০৩
০৪. দলিত হার চয়েস প্রকল্পের কর্ম এলাকা	০৪
০৫. ২০১৬ সালে হার চয়েস প্রকল্পের অর্জন	০৬
০৬. ছড়া ও কবিতা	০৯
০৭. অনুগল্প	১৮
০৮. কেইস স্টোরি	২০
০৯. স্থিরচিত্র	২৬
১০. বিভিন্ন ক্লাবের নির্বাচিত চিত্রাংকন	৩৫

মুদ্রণে :

কেয়া অফসেট প্রেস, চুকনগর, ডুমুরিয়া, খুলনা

মোবাইল: ০১৭৯১-১৩১৩৬০



নির্বাহী পরিচালক

বাণী

অস্পৃশ্যতার চোরাবালি থেকে দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে টেনে তুলতে সেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে দলিত সংস্থা ১৯৯৮ সাল থেকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে নিরলস ভাবে কাজ করে আসছে। জাত, বর্ণ ও পেশা ভিত্তিক সামাজিক প্রথকীকরণের ঘৃণ্য প্রথার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক অসমতা এবং সেই চক্রের পৌনঃ পুনিক অনুশীলন সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সর্বদা গলা চেপে রেখেছে। উপমহাদেশের দলিত আন্দোলনের অগ্রপথিক ডষ্টের বি.আর. আবেদকরের মতে ‘সামাজিক মুক্তি নিশ্চিত না হলে যদি আইনগত ভাবে ও স্বাধীনতা কার্যকর থাকে তা উপভোগ করা যায়না’। দলিত সংস্থার উদ্দেশ্য হল আলোচ্য অস্তরায় সমূহকে জয় করতে বিশ্বিত জনগোষ্ঠীকে সামর্থ্য যোগানো যেন তারা সমতার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা উপভোগ করতে পারে এবং বাংলাদেশের অন্যান্য সাধারণ জনগণের মত স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দলিত সংস্থা প্রথম থেকেই কিছু মৌলিক মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে আসছে যেমন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় দলিত কেশবপুর উপজেলার ০৯ টি ইউনিয়নে হার চয়েস প্রকল্পের মাধ্যমে এই এলাকার কিশোরী মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। যার ফলশ্রুতিতে দলিতের হার চয়েস প্রকল্প “বালিকা বেলা” নামের একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করছে। ম্যাগাজিনটিকে আমি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সংস্থার অবদানের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করছি। দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিশোরীদের সৃজনশীল অবদান হিসেবে ম্যাগাজিনটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সাধুবাদ জানাই সেই সকল কর্মীদের যারা আকুলাত পরিগ্রাম করে এই প্রকাশনাটির বাস্তব রূপ দিয়েছে। পরবর্তীতে যেন প্রকাশনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে সেই জন্য আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সকল তরুণ / যুবক ও উদীয়মান সত্ত্বা সমূহকে আহ্বান করছি, ‘তোমরা দলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের সাথে দেশ গঠনের মত করে নিজেদের গড়ে তোল। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি সীমাকে বড় কর। কাঞ্চিত পরিবর্তন অর্জনে শুধু স্বপ্ন নয় বরং সেই স্বপ্নকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ছড়িয়ে দিতে হবে এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তোমাদের বলতে চাই দিন বদলের এই যুদ্ধে তোমরা দলিত সংস্থাকে পাশে পাবে’। এই প্রকাশনাটির বাস্তব রূপ লাভ করার জন্য আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আশা করছি আপনারা সকলে দলিত সংস্থার পাশে থেকে আমাদের উৎসাহ দিয়ে যাবেন এবং আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সহ্যাত্বী হবেন।

নির্বাহী পরিচালক
দলিতInternational Child
Development Initiatives

একনজরে দলিত হার চয়েস প্রকল্প :

ভিশন : এমন একটি পরিবেশ তৈরী যেখানে পৃথিবীর সকল মানুষ ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ ভেদে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক পরিবেশ তৈরীতে সক্ষমতা অর্জন করবে এবং সকলে সমান সুযোগ উপভোগ করবে।

মিশন : মেয়েরা তাদের বিবাহের ব্যাপারে, বিশেষ করে কে কখন কার সাথে বিয়ে করবে তা স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ :

১. মেয়েদের উপর বিনিয়োগ, তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সামাজিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ। বাল্য বিবাহের নেতৃত্বাচক প্রভাব ও তার বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিশেষত বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন।

২. মেয়ে শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ উন্নতিকরণ সাধারণভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং বিশেষ ভাবে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মেয়ে বান্ধব স্কুলের পরিবেশ তৈরী এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করা যাতে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে। ৩. যুব বান্ধব স্বাস্থ্য সেবাতে মেয়েদের প্রবেশাধিকারে উন্নতিকরণ। মেয়েদের সক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য কর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করে উন্নুন্দকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা উন্নতিকরণ যাতে করে তারা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে এবং এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করে।

৩. মেয়েদের ও তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উন্নতি। প্রশিক্ষণ এবং অর্থনৈতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর মাধ্যমে নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিবেশ গঠন যেখানে মেয়েদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার অধিকার থাকবে।

৪. জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজের ক্ষতিকারক রীতিনীতি পরিবর্তনের জন্য জনগণকে সংগঠিত করা। মেয়েদের অধিকার ও জেন্ডার সমতা প্রচারের জন্য কমিউনিটি কে সহায়তা করা যাতে করে মেয়েদের নিজস্ব মত প্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৫. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে একটি সক্রিয় আইনি পরিবেশ তৈরী ঐতিহ্যগত নেতাদের (স্থানীয়) কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করা যাতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নীতি জোরদার করতে পারেন।

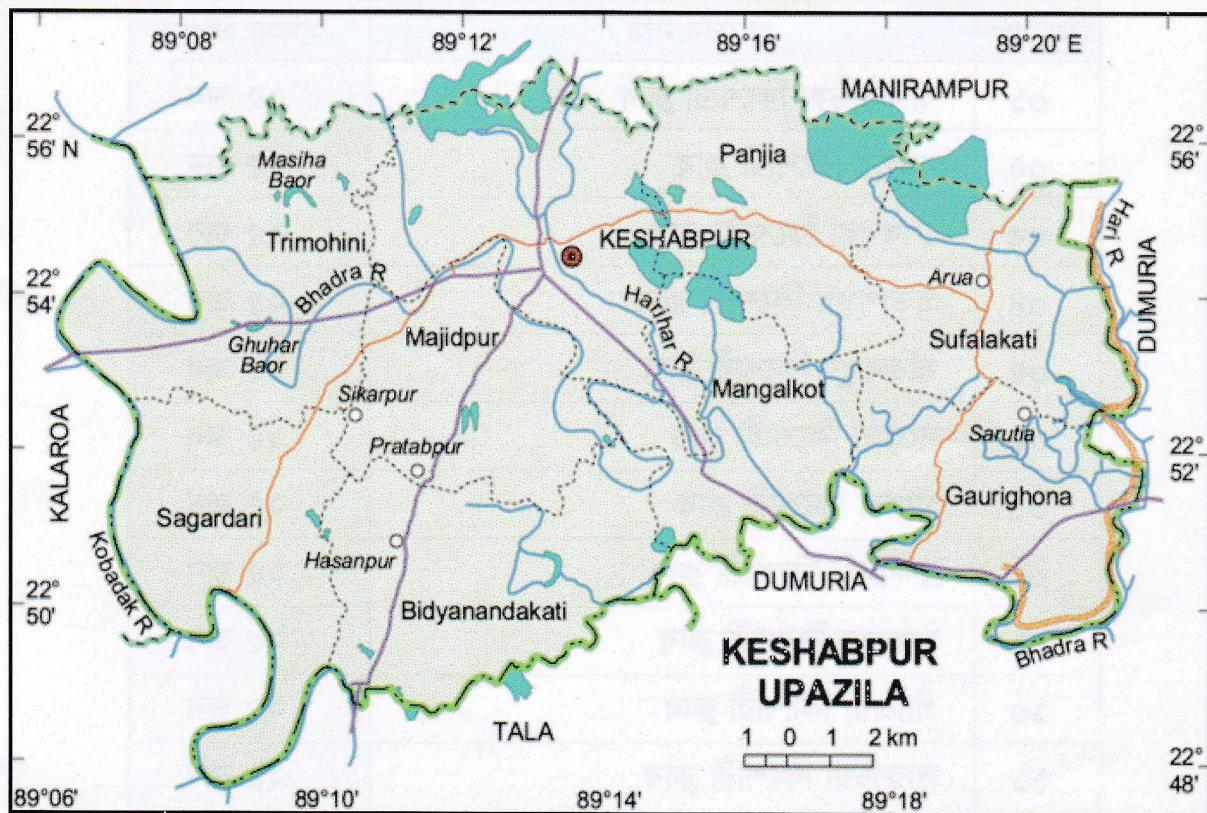
দলিত হার চয়েস প্রকল্পের লক্ষ্য উপকার ভোগী : ৩২০২ জন।

দলিত হার চয়েস প্রকল্পে বাস্তবায়নের সময়সীমা : ০১.০৩.২০১৬ হইতে ৩১.১২.২০২০ পর্যন্ত।

দলিত হার চয়েস বিভিন্ন গ্রন্থের নাম :

ক্রঃ নং	গ্রন্থের নাম	সদস্য সংখ্যা
০১	বাঁশবাড়িয়া কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
০২	ধর্মপুর কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
০৩	শেখপুরা কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
০৪	প্রতাপপুর কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
০৫	মজিদপুর কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
০৬	বড়ঙা কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
০৭	পাথরা কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
০৮	ব্রহ্মকাটি কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
০৯	সুজাপুর কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
১০	পাঁজিয়া কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
১১	সারাংটিয়া কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
১২	হাঁড়িয়াঘোপ কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
১৩	ভেরচি কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
১৪	কাশিমপুর কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
১৫	কোমরপোল কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
১৬	জাহানপুর কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
১৭	টিটামোমিনপুর কিশোরী ক্লাব	২৫ জন
১৮	বুড়িহাটি কিশোরী ক্লাব	২৫ জন

দলিত হার চয়েস প্রকল্পের কর্ম এলাকা :



দলিত হার চয়েস প্রকল্পের কর্ম এলাকা :

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	মন্তব্য
০১	যশোর	কেশবপুর	সাগরদাঁড়ী	বাঁশবাড়িয়া	
				ধর্মপুর	
				শেখপুরা	
			মজিদপুর	প্রতাপপুর	
				মজিদপুর	
			মঙ্গলকোট	বড়েঙা	
				পাথরা	
			কেশবপুর	ব্রহ্মকাটি	
				সুজাপুর	
			পাঁজিয়া	পাঁজিয়া	
				সারুণ্টিয়া	
			সুফলাকাটি	হাঁড়িয়াঘোপ	
				ভেরচি	
			সাতবাড়িয়া	কাশিমপুর	
				কোমরপোল	
			হাসানপুর	জাহানপুর	
				চিটামোমিনপুর	
				বুড়িহাটি	

২০১৬ সালে হার চয়েস প্রকল্পের অর্জন :

Strategy 1. Invest in girls, their knowledge, skills related to SRHR and participation in society

Activity	Period of implementation				Remark
	Target	Achievement	Total Achievement		
1.1 Adolescent Girls Club (Establishment, Rent & Remuneration)	18	18	18		-
1.2 Activity 1.2 - Adolescent Boys Club (Establishment, Rent & Remuneration)	9	9	9		-
1.4 Facilitate monthly awareness sessions at Girls Clubs	60	60	60		
1.6 Organize training course on leadership among young girls for 2 days	01	01	01		
1.8 Orientation on demerits of early marriage to adolescent girls through the facilitation of married couple, who suffered by early marriage	12	12	12		
1.9 Facilitate participation of staff in relevant training Courses I.E Facilitation skills , gender SRHR .	01	01	01		
1.10 Organize Football/Karate Tournament (Boys & Girls)	02	02	02		

Strategy 2. Improve access to formal education for girls

Activity	Period of implementation				Remark
	Target	Achievement	Total Achievement		
2.1 Organize parental skills training	06	06	06		
2.2 Organize yearly orientation session with parents for improvement of girls education at union level	06	06	06		
2.3 Orientation for school/madrassa teachers and SMC members on reducing drop-out of adolescent girls through daylong session	12	12	12		
2.4 Meeting with School Management Committee (SMC) members and senior teachers of high schools	02	02	02		
2.5 Orientation for school teachers on preventing child marriage, abuse and women rights	02	02	02		
2.6 Formation of student council (Boys and Girls)	12	12	12		
2.9 Meeting with local young boys and community leaders on eve teasing	06	06	06		
2.10 Salary of Union Facilitator (50%, from 2nd yr. 100%)					

২০১৬ সালে হার চয়েস প্রকল্পের অর্জন :

Strategy 3. Improve access to youth-friendly SRHR-services for girls (and boys)

Activity	Period of implementation			
	Target	Achievement	Total Achievement	Remark
3.1 Orientation on MHM (menstrual hygiene management) among the selected girls from the adolescent girls club	12	12	12	
3.2 Sharing meeting on SRHR and psychological aspects with the satellite clinic worker and government health workers through youth and girl friendly approach	02	01	01	01 Program Unspent
3.3 Organize a coordination meeting with government health institute and maternity unit of DALIT hospital to develop a referral system at Upazilla level	01	01	01	
3.4 Organize orientation session on SRHR among teachers of high schools	02	02	02	

Strategy 4. Improve the economic security of girls and their families

Activity	Period of implementation			
	Target	Achievement	Total Achievement	Remark
4.1 Organize training on different Income Generating Activities	06	06	06	
4.2 Organize meeting to build/develop network between different entrepreneurs, NGOs and other organization to create job opportunity for eligible members of disadvantaged families	06-	06	06	

Strategy 5. Transform social norms that are detrimental to achieving gender equity

Activity	Period of implementation			
	Target	Achievement	Total Achievement	Remark
5.1 Organize meeting with UP representatives, local leaders, service bearer and religious leaders on child marriage and drop out	06	06	06	
5.2 Orientation on gender issues raising awareness of boys and men to make them understanding women's role in the family and in the society, increase women's decision making and reduce gender discrimination	12	12	12	



Strategy 6. Create an enabling legal and policy environment on preventing child marriage

Activity	Period of implementation			
	Target	Achievement	Total Achievement	Remark
6.1 Celebrate International Day of the Girl Child at Upazilla level	01	01	01	
6.2 Organize coordination meeting with legal aid providing agencies at Upazila level	0	0	0	
6.3 Organize press conference at sub-district level on the status of Child Marriage of the working area at Upazila level	01	01	01	
6.4 Organize advocacy workshop at District level	01	01	01	

ছড়া ও কবিতা

আমার পরিচয়

সুবর্ণা দাস

কোমরপোল কিশোরী ক্লাব

আমার প্রিয় ফল বেদানা

আমার প্রদত্ত নাম সুবর্ণা

আমার প্রিয় মা,

আমার নাম সুবর্ণা ।

বাংলা ভাষা আমার বোল,

আমার বাড়ি কোমরপোল ।

আমার বাড়ি অনেক দূর,

থানা আমার কেশবপুর ।

ছেট বড় সবার সম্মান আছে আমার নলেজে,

আমি লেখাপড়া করি কোমরপোল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ।

আমি দেখিলে তয় পায় সেনাবাহিনী,

আমার ইউনিয়ন ত্রিমোহিনী ।

আমি প্রত্যেক দিন বিদ্যালয়ে বসাই শরীর চর্চার আসর,

আমার জেলা ঘশোর ।

আমি ধাক্কা খেতে ভালবাসি দোলনায়,

আমার বিভাগ খুলনায় ।

আমার পরিচয় বাংলাদেশী

আমার আছে ক্ষুদ্র প্রতিভা ।

মাঝে মাঝে লিখি তাই কবিতা ।

কিরণ মালা

সুব্রত দাস

বুড়িহাটি কিশোরী ক্লাব

আয় আয় ফুল তুলতে যায়,

ফুলের মধ্যে প্যাকাটি

চোখ মেরেছে কটকটি

কটকটির কোলে কিরণমালা দোলে

কিরণমালামাথায় লম্বা চুল

বেধে দেব গোলাপ ফুল

গোলাপ ফুলে পোকা

বিটকেল বাবু বোকা ।

ছড়া ও কবিতা

আমার পরিচয়

তুলসী দাস

কোমরপোল কিশোরী ক্লাব

বাড়ি আমার কোমরপোল

কলেজের পাশে

সকাল বিকাল যাই আমি

কলেজের মাঠে

এই কলেজে পড়বো আমি

বড় হয়ে তাই

এই জন্যে বই নিয়ে

স্কুলেতে যাই

ছেট বোন আমার, নাম তার

পূজা মতি রায়

লেখাপড়ায় তার মতো

কোন জনই নয়

বাবার নাম আমার কালী দাস

বড় গরীব যিনি

লেখাপড়ায় কষ্ট দেননি

সেই জন্য তিনি

মায়ের আদর

পিংকি দাস

সারগটিয়া কিশোরী ক্লাব

যখন আমি শিশু ছিলাম

আপন ছিল মা

মা বিনা মনটা আমার করে খাঁ খাঁ

মায়ের মতো ভালোবাসা কে দেবেরে ভাই

মায়ের কথা ভেবে ভেবে সময় চলে যাই

মা যে আমার চোখের মনি

মা যে সোনার খনি

সেই মাকে হারিয়ে আমি অনেক কথা শুনি

সবাইকে আমি ভালোবাসি মায়ের মতো করে

সেই মা কী আর কোলে নিবে আমায় আপন করে

তবুও আমি দুঃখ চেপে করি সুখের অভিনয়

মা থাকলে দুঃখটা হতো যে বিদ্যায়

তাই তো বলি ভাই বোন মা ছাড়া কেউ নয় আপন

মাকে যেও না কেউ ভুলে

মায়ের জন্যে এসেছি এই ভূবনে ।



“দুষ্ট মেয়ে”

কাকলি দাস
সারঞ্জিয়া কিশোরী ক্লাব

দুষ্ট দলের রাজা আমি
দুষ্ট কথা কই,
দুষ্টমিতে ঘুরে বেড়াই
লই না হাতে বই।

বাবা মাকে ফাঁকি দিয়ে
সাধুর মতো চলি,
সত্য কথা জিজ্ঞেস করলে
মিথ্যা কথা বলি।

সুযোগ পেয়ে স্যার আমাকে
ভীষণ দেয় সাজা,
সে দিন থেকে সবাই বলল
আমাকে দুষ্ট দলের রাজা

সেই দিন থেকে আমি
দুষ্টমিটা ছেড়ে দিলাম ভাই,
লেখাপড়াই মন দিয়েছি
দুষ্টমিতে নাই।

তুমি আমার

বৃষ্টি দাস
জাহানপুর কিশোরী ক্লাব

তোমাকে দেখিনি হায়
ঐ দক্ষিণা হাওয়ার
ফসলের সাথে সাথে
আমার পাশে পাশে
তাই আমি বলতে পারি
তুমি আমার ডানাকাটা পরি।

দর্শন

মোছাঃ রংকাইয়া আফরিন মুক্তা
চিটামোমিনপুর কিশোরী ক্লাব

দেখা হয়েছিল ক্ষণ দেখিবার তরে,
দেখিবার স্বপ্ন মোর মরিবার তরে,
সময় যায় পেরিয়ে ক্ষণ যায় গড়িয়ে
দেখিবার স্বপ্ন মোর হন্দয়েতে বারে,
ভালোবাসি মহাকাশ, ভালোবাসি জল,
তোমারি তরে তা হইয়াছে বিফল।

দিয়াছি তোমারে মন উজাড় করিয়া,
দেখিবার স্বপ্ন তাই জনম ভরিয়া,
করিয়াছি পাপ কত আমি নাহি জানি
তোমারে দেখিবার স্বপ্ন মনে তরু আনি,
যদি আর্মি করে থাকি পুন্য তরু,
দেখা দিও বিধাতা তুমি জনমও প্রভু।

ভালোবাসি চাঁদ তারা, ভালোবাসি ফুল,
তোমারে দেখিবার আঁশে করি নাই তো ভুল?
তোমারে দেখিবার আশ মনে তরু জাগে,
দর্শন-সুদর্শন মোর তোমারি তরে।
দর্শন করিও মোর সুফল,
দেখা না দিয়া জনম তুমি করিও না বিফল।

মা

স্বপ্না
জাহানপুর কিশোরী ক্লাব

মা আমার চিরসাথী
মায়ের কাছে থাকতে
আমি ভালোবাসি
তীর্থ মা দূরে গেলে
মনে হয় আমার কাছ
থেকে সব চলে গেছে
যেন আমার কেউ নেই এই পৃথিবীতে
আমার কাছে পৃথিবীর চেয়ে
মা ভীষণ বড়



আমার দেশ

রূপা খাতুন

টিটামোমিনপুর কিশোরী ক্লাব

হে আমার জন্মভূমি

যেখানে আমার জন্ম ।

কত সুন্দর দেশ তুমি

আমি তোমাকে ভালোবাসি ।

যখন তোমাকে ভাবি

তখন শুধু তোমাকে দেখি ।

চলে যায় তখন স্বপ্নের দেশে

পাখিদের কলরবে, মৌমাছির গুঞ্জনে ।

সবুজ ফসলের মাঠ দেখে

ফসল দোল খায় বাতাসে ।

যখন গায়ে বাতাস লাগে

তখন অপরূপ লাগে ।

অন্য কোনো দেশতে

পায়না খুজে তোমাকে ।

কি মিষ্টি দেশ তুমি

সব দৃঃখ ভূলিয়ে দাও তুমি ।

এই প্রকৃতির দেশ তুমি

আমার জন্মভূমি ।

ভালোবাসা

রঞ্জা দাস

জাহানপুর কিশোরী ক্লাব

ভালোবাসা মানে

ছোট একটা মন ।

ছোট কিছু আশা

হৃদয়ের মাঝখানে ।

ছোট একটা বাসা

কখনও হাসি কখনও কান্না ।

কখনও দৃঃখ কখনও বেদনা

ভালোবাসা মানে ।

আশা নিরাশার খেলা

আর সাত রংয়ের

রংধনু মেলা ।

কবিতা

হাজিরা খাতুন

টিটামোমিনপুর কিশোরী ক্লাব

আমাদের দেশে অনেক সবুজ সোনার খেত আছে

আরও আছে গুরু- ছাগল ,হাঁস -মুরগি

আরও গাছপালা ও রয়েছে

সবকিছুই আমাদের জন্য সৃষ্টি করা

যেটা আমাদের প্রয়োজন সেটা আমর নিতে পারি

আমাদের যা দরকার সবকিছুই তো রয়েছে ।

যেটা আমাদের ভালো লাগে সেটা আমরা নিতে পারি

ঘাসের মতো ছোট ছোট ফুল দোলায় কেন মাথা

সবুজ সোনার ফুল পানিতে যায় দুলে

দোলায় তোমার ফুল তেমনি দোলায় মাথা

দুলে দুলে নাড়ি মাথা তোমার চরণে

তুমি যদি ভালো না হও তবে কে ভালো হবে

তুমি ঘুম না পড়ো তবে কে ঘুম পাড়াবে

আমি যদি সকালে উঠি তবে তুমি কেন ঘুমাবে

আমি যদি ভালো না হই তবে

তুমি কেন ভালো হবে

আমি কেন ভালো হবো

তুমি তখন ভালো হবে ।



ছোট পাখি

আকলিমা

চিটামোমিনপুর কিশোরী ক্লাব

ছোট পাখি ছোট পাখি
নাম যে তার টুন্টুনি
এই পাখিকে তাঁতি পাখি বলা হয়
এই পাখি সুন্দর করে বাসা বাঁধে
টুন্টুনি পাখিটি খুব চালাক
গাছে বসে নাচে আর গান গায়।
এই পাখি টি মিষ্টি
সুরে উঠে ডাকি।
এই পাখিটি ফুল বাগানে
শিষ দেয় সে আপন মনে।
ছোট পাখি ছোট পাখি
কিচির মিচির করে ডাকে।

স্বাধীন

মিছ রূপা খাতুন

চিটামোমিনপুর কিশোরী ক্লাব

আমরা যখন ছিলাম অধিক
কেউ খেয়েছে কেউবা খায়নি কতদিন।
আমরা যখন মায়ের কোলে।
আমরা মায়ের দামাল ছেলে
ছুটলো তারা পালে পালে।

আমরা ভায়ের রক্তে লাল
দেশকে তারা করলো জয়।

পাক বাহিনী দলে দলে
মারলো মানুষ নানা ছলে।

তারা মায়ের পাড়ুক রাজ
তাই তারা বেঁচে আছে আজ।
দেশকে বাঁচালো তারাই সে দিন
তাইতো আমরা আজ স্বাধীন।

ঘাস ফুল

রজকীনি দাস

চিটামোমিনপুর কিশোরী ক্লাব

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের মাড়িয়ো না পায়ে
ছিঁড় না নরম পাতা
শুধু দেখ আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা।
ধরার বুকে স্নেহ কণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
মেরা তারাই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি
শুনি আর দুলি বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

প্রার্থনা

মোছাঃ আরিফা সুলতানা

জাহানপুর কিশোরী ক্লাব

যত দিন বাঁচিব,
তত দিন থাকিব।
তত দিন করিব,
তোমারি গুণগান
হে অনন্তময়ী ঈশ্বর
দাঁড়িয়ে রয়েছি
তোমারি পথে।
তুমি কবে আমাকে দেখা দেবে
আমিতো তোমারি সেবক।



International Child
Development Initiatives

স্বপ্ন

তুলসী দাস
ভেরচী কিশোর ক্লাব
আমার ভালো লাগে
ভালো লাগে আকাশের রং।
যখন সন্ধ্যা নামে
ভালো লাগে পাখির গান।
যখন ভোরের পাখি ডাকে
ভালো লাগে নদীর টান।
যখন স্ন্যাত বহে
ভালো লাগে ফুলের আগ।
যখন বাতাস বহে
ভালো লাগে চাঁদের আলো।
যখন জোছনা নামে
ভালো লাগে রাতের আকাশ।
যখন তারা ওঠে
ভালো লাগে শিল্পীর গান
যখন সূর বাজে।
ভালো লাগে খোলা সকাল
ভালো লাগে কবির কথা
যখন ছন্দ থাকে।

দৃঢ়

বৃষ্টি দাস
জাহানপুর কিশোরী ক্লাব
ময়না কেন আমায় ছেড়ে
দূরে চলে যাই।
কষ্ট কেন দূর থেকে
আমায় শুধু চাই
আপন কেন পর ভাবিয়া
মুখ ফিরিয়া নেই।
স্বপ্ন কেন সত্য হয় না
মিথ্যা হয়ে যায়।
আশা কেন পূরণ হয় না।

বাল্য বিবাহ

আলো দাস
ছোট পাথরা কিশোরী ক্লাব
পুতুল বিয়ের নাম করিয়ে,
আমার দিল পার করিয়ে
আপন যারা ছিল তারা,
আর আসে না হায়
আমি এখন বউ হয়েছি,
বাবার মেয়ে নই
আবু নতুন, আম্মা নতুন
দেবোর ননদ সবাই নতুন
নতুন মাঝে পড়ে আমি,
পথ হারালাম হায়
আমি এখন বউ হয়েছি
বাবার মেয়ে নই।
আঠারো বছর আগের ঘটনা।
এরকম ভুল আর করোনা।

স্বার্থপর

বৃষ্টি দাস
জাহানপুর কিশোরী ক্লাব

তীড় ভাঙা চেউ আমি
নীড় হারা পাখি,
অজানা সুখের আশায় শুধু
আমি চেয়ে থাকি।
যাকে আমি আপন ভাবি
সেই ভাবে পর
আসলে মানুষ নামের জীবনটা
অনেক বড় স্বার্থপর।

জীবন এক শূন্য মাটির কলস

দেবশ্রী দাস
আমার বাড়িটা একটি

বিরাট অট্টালিকা
অভ্রভদ্রী মতি অভিজাত।
রংবেরংঙের ফিকচার ফিটিং নিয়ে
মেলেছে আকাশে পাখা যেন পারিজাত।
দুর্লভ অর্কিড ঝুলছে সোনালী শিকায়
পার্লারের দেয়ালে দেয়ালে।
ভেনাসের ধৰ্বধবে মূর্তি বিচিত্র এক খেয়ালে
এদের সাথে মায়াবী হয়ে আছে
গদী আটা সোফাসেট।
কার্কার্য খচিত বহুরূপী চেয়ার
মস্ণ ডিভাইন
বহুদিন কার্পেটে আসন পেতে
জৌলুস বেগবান
শয়ন কক্ষে আমার
অতি দামী টেলিভিশন
ট্রানজিস্টার টেপ রেকর্ডার
নিয়ন টিউব নীল, সবুজ ফিরোজা।
ধূসর জোংশ্বা রঙের
মাঝে মাঝে বেজে ঘায় সুরেলা পিয়ানো
শ্যায়া সঙ্গনী আমার সদালসা মদিদাক্ষী
ক্ষীণকাটি ক্ষাইলেব যুগের
ক্লিয়োপেট্রা ভীষণ মন মাতানো।

দেশ

সুমাইয়া খাতুন
জাহানপুর কিশোরী ক্লাব

দেশ আমার দেশ
সোনার বাংলাদেশ
এই দেশেতে জন্ম নিয়ে
গর্ব করি বেশ
এই দেশেতে ফল ফসলে
মাঠে মাঠে ঘেরা।
তাইতো সবাই বলে
বাংলাদেশ সেরা
মাঠে মাঠে চরে গৱৰ
নিজের আনন্দে।
চাষিরা করে কাজ
সবাই মিলে মিশে।

মাতৃভূমি

অন্তরা দাস

সুজাপুর কিশোরী ক্লাব

বাংলা আমার মাতৃভূমি

তাই তো মোরা থাকি বাংলায়

আমি জয়েছি কোথায়, বাংলায়

আমি বসবাস করি কোথায়, বাংলায়

আমি রোজ স্বপ্ন দেখি কোথায়, বাংলায়

বাংলা আমার মাতৃভূমি

তাইতো মোর থাকি বাংলায়

আমি রোজকার সম্পদ আহার করি বাংলার

আমি রোজকার বুকে মাথা রেখে ঘুমায় বাংলার

আমি রোজকার সৌন্দর্য গায়ে মাখি বাংলার

আমি রোজকার রূপে মুঞ্চ থাকি বাংলার

বাংলা আমার মাতৃভূমি

তাই তো মোরা থাকি বাংলায়

বাংলা আমার মাতৃভূমি

বাংলা আমার প্রাণ।

বর্ষাকালের রূপ

তানিয়া খাতুন

হাড়িয়াঘোপ কিশোরী ক্লাব

আকাশ জুড়ে মেঘ করছে

সূর্য মামা হারিয়ে গেল কই?

বাপ বাপিয়ে বৃষ্টি সারাদিন

এক নাগাড়ে ঝরছে বিরামহীন।

নদীর বুকে জল করে থই থই

নৌকা চলে মাঝখানে তার ছই

মাঝির মুখে ভাটিয়ালি গান

সুরের সুধায় ভাটিয়ালি টান

সুরের সুধায় আকুল করে প্রাণ।

চপলমতি দুষ্ট ছেলে মেয়ে

আনন্দ পায় নদীর জলে নেমে

ছন্দ দোলায় চেউয়ের তালে তালে

হাঁসগুলো সব আসছে নদী-খালে।



বাংলা ভাষা

মল্লিকা দাস
বড়েঙ্গা কিশোরী ক্লাব

এই যে আমার বাংলা ভাষা,
এই যে আমার দেশ।
এই দেশেরই ভাষাগুলো,
ভালো লাগে বেশ।
বাংলা আমার মায়ের ভাষা,
বাংলা আমার প্রাণ।
স্বাধীন হলো সোনার বাংলা,
গাইবো স্বাধীন গান।
লাখ শহীদের রক্তে পাওয়া,
মোদের এদেশ ভাই।
তাই তো বলি সবাই মিলে
বাংলা ভাষার জয়।

সুখের জীবন

অনন্যা দাস
সুজাপুর কিশোরী ক্লাব

কেন তারা কি অপরাধ করেছে সুখের কাছে
সুখ কি তাদের জীবনের পাতায় লেখা নাই।
হে ঈশ্বর কেন তুমি তাদের নিয়ে এমন খেলা কর।
তারা কি পাবে না সুখের দেখা?
তাদের জীবনের পাতায় সুখ, কী আসবে না?
তারাতো চেয়েছিল একটু সুখ, তারা তো বেশি কিছু চায় নাই।
তারাতো চেয়েছিল জীবনের কটা দিন কাটাতে সুখে।
কেন ঈশ্বর তুমি কি শুনতে পাওনা তাদের ডাক।
তারা কাঁদে তোমার কাছে, তোমার মন্দিরে।
তোমার কাছে, জানাতে চায় তাদের সকল ব্যথা।
তারা একটু সুখের আসায় ঘোরে সারাবেলা।
তুমি দেখা দিবে ঘুচিয়ে তাদের
সারা জীবনের সুখের ব্যথা।

মা কে?

হন্দয় দাস

সুজাপুর কিশোর ক্লাব

মা হলো সে, যে সন্তানকে সবসময় বুকে আগলে রাখে।

মা হলো সে, যে সন্তানের সুখে দুখে পাশে থাকে।

মা কে?

মা হলো সে, যে সন্তানের মঙ্গল কামনা প্রার্থনা করে।

মা হলো সে, যে সন্তানকে দেশকে ভালোবাসতে শেখায়।

মা কে?

মা হলো সে, যে সন্তানকে ভালো কাজের শিক্ষা দেয়।

মা হলো সে, যে সন্তানকে মানব কল্যাণের শিক্ষা দেয়।

মা কে?

মা হলো সে, যে পৃথিবীর সকল সন্তানকে নিজের সন্তান ভাবে।

মা হলো সে যে, পৃথিবীর সকল সন্তানকে ভালোবাসে।

মা কে?

মা হলো সে, যাকে সকল সন্তান ভালোবাসে।

সকাল বেলা

সাথী খাতুন

কাশেমপুর কিশোরী ক্লাব

দুলছে বনের কলমী লতা

ডাকছে কত নানান রঙের পাথি

করছে খেলা ধানের ফসল

আকাশে উড়ছে কত পাথি

ভাঁটার নাইতে যে খোঁজ

বইছে বায়ু সকাল সকাল

রোদ উঠলো একটু দেরী করে

ফুল ফুটেছে সকল গাছে

নেই তো যে কেউ বাকি

প্রত্যহ সকাল বেলা।

জীবনের নায়িকা

শুভ দাস

বুড়িহাটি কিশোর ক্লাব

জীবনের এই তরে পাবো কী তারে ফিরে?

যে ছেড়ে গেছে মোর খাঁচা।

জীবনের এই তরে পাবো কী তার দেখা

যে করে গেছে মোরে একা।

জীবনের এই তরে পাবো কী তারে দেখিতে

যে কথা দিয়েছিল যাবে নাকো মোরে ছেড়ে।

জীবনের এই তরে পাবো কী তারে শেখাতে

যে শুনতে চেয়েছিল মোর গান

জীবনের এই তরে শুধু একটু ইচ্ছা করে

তাকে পাই যেন ফিরে মোর কাছে

জীবনের এই তরে শুধু একটু ইচ্ছা করে

তারে দেখিতে পাই যেন মরিবার আগে

জীবনের এই তরে শুধু একটু ইচ্ছা করে

রাতের স্বপ্ন

রিপন দাস

শেখপুরা কিশোর ক্লাব

নিরুম রাতে ডাকছে আমায় কে?

দেখতে গিয়ে পা পিছালো যে,

দেখা হলো না সে কে?

উঠে বসে দেখি শরীরটা দিছে কাটা একটু ভয়েতে

ভয় যে দিলো কিশোর সেটাও না জেনে।

মুখ ঘুরিয়ে দেখি

আসছে কোন সে তেড়ে

আমায় ধরবে বলে।

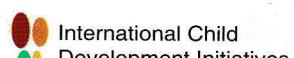
বেঙ্গস হয়ে পড়লাম আমি

নাহি বুঝি কিছু

হইলনা দেখে দিল সে কে

উঠলাম সকাল বেলা

নিরুম স্বপ্নের ঘোর ছাড়িয়ে।



ভালোবাসার গ্রাম

ରିଞ୍ଜା ସରକାର

ଜାହାନପୁର କିଶୋରୀ କ୍ଲାବ

আমার গ্রামের নাম জাহানপুর। আমি এই গ্রামে বাস করি। আমি আমার দেশকেও আমার গ্রামকে খুব ভালোবাসি। যে গ্রামে গেলে মানুষের মনভরে যায় এবং আমাদের গ্রামের মানুষ তারা তাদের গ্রামের সকলে নিয়ে এক সাথে মিলে মিশে থাকে। আমাদের গ্রামের লোক একে অপরের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। তারা সবাই মিলে মিশে থাকতে চায়। আমাদের অনেক ছেট ছেলেমেয়ে গ্রামে এক সাথে খেলামাঠে খেলাকরে তারা সবাই একসাথে স্কুলে যায়। সেই সময় তারা অনেক আনন্দ মজা করে। আমাদের গ্রামে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন তুলনা হয় না। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে অনেক গাছপালা আছে এবং গ্রামের রাস্তার দুই পাশ দিয়ে বিভিন্ন ধরণের ফুল গাছ লাগানো থাকে। আর এটা দেখতে খুব ভালো লাগে। আমাদের গ্রামে বিভিন্ন ধরণের ফুল বাগানের চাষ করা হয় আর ও তারা অনেকে সবাই মিলে একসাথে তাদের গ্রামটা সুন্দর ভাবে গড়ে তুলেছে। আমাদের গ্রামের আশে পাশে অনেক ছেট বড় নদী নালা আছে, আর বিভিন্ন ধরণের অনেক পুকুর থাকে। আর পুকুর গুলোর পাশ দিয়ে বিভিন্ন ধরণের ফুল গাছ লাগানো থাকে এবং আর বিভিন্ন ধরণের অনেক পুকুর থাকে। আমাদের গ্রামের পাশে ঘৰা আমাদের গ্রাম। বিভিন্ন সৌন্দর্য দিয়ে ঘৰা। আমাদের গ্রামটা ভালোবাসা নদীর দুইধার দিয়ে কাশবন দিয়ে ঘৰা আমাদের গ্রাম। বিভিন্ন সৌন্দর্য দিয়ে ঘৰা। আমাদের গ্রামটা স্নেহ, ভালোবাসা ও সবার দিয়ে ঘৰা। যেখানে গেলে কোন খারাপ মানুষ যায় ভালো হয়ে। আমাদের এইগ্রামটা স্নেহ, ভালোবাসা ও সবার আদর্শ দিয়ে ঘৰা, তাই আমি চাই আমরা সবাই যেন আমাদের গ্রামকে ভালোবাসি ও শুন্দা করি।

হারানো

বৈশাখী সরকার জাহানপুর কিশোরী ক্লাব।

আমাদের গ্রামের নাম আনন্দপুর সেখানে সব সময় আনন্দ হয়। সেখানের মানুষ সবাই মিলে মিশে থাকে। সেই গায়ে
শিলা ও শিশা তারা দুই বোন। শিলার বয়স ৭ বছর এবং শিশার বয়স ১০ বছর। তারা দুই বোন সব সময় মা বাবা
বাধ্য থাকতো। শিলা তার পিতা মাতাকে অনেক ভালবাসে। শিলা হঠাৎ একদিন গ্রামের বাইরে পাশে চলে যায়।
শিলার মা অনেক কষ্টে জীবন যাপন করেন। তারা দুই বোন সারাক্ষণ এক সাথে খেলাধুলা করেন। তা রামা-বাবার
কথা মতো চলে। শিলা তেমন কিছু বোঝেনা। শিলা একদিন খেলা করতে করতে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। শিলা তার
গ্রামের পথ ভূলে গেলে সে তার পথ খুজে পাচ্ছেনা। শিলা তার পরিবারে পিতা মাতাকে কাছে পাচ্ছিনা সেই জন্য তার
মনটা অনেক খারাপ। শিশা তার বোন শিলাকে খুজে পাচ্ছেনা। শিশা এবং তার মাতার ছোট বোন কে খুজে পাচ্ছেনা।
তারা দুই জন তার ছোট বোন শিলাকে পাচ্ছেনা। শিলা অনেক কান্না কাটি করছে। সে তার মা বাবাকে খুজে
পাচ্ছেনা। শিলা তার মা বাবাকে অনেক ভালোবাসে। শিলার মা খুজতে খুজতে অবশ্যে একজঙ্গলে তার ছোট মেয়ে
শিলাকে ফিরে পাই। শিলা তার মাকে কাছে পেয়ে আনন্দ করে। শিলার মা শিলাকে কাছে নিয়ে আসে এবং তাকে
অনেক আদর করেন। শিলা হারিয়ে গিয়েছিল এবং অবশ্যে শিলাকে খুজে পেয়েছিল। শিলাকে পাওয়ার পর তার
পিতা মাতা অনেক খুশি হয়েছিলে। তারা সবাই তার ছোট মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যায়। তার পিতা মাতা তাকে অনেক
মার ধোর করতে পারতো কিন্তু তার মা বাবা সেটা করে নি। বরং তার ছোট মেয়ে শিলাকে কাছে নিয়ে চুম্বন করেন।
শিলা তার মা-বাবাকে কাছে পেয়ে আনন্দিত হলেন।

আমাদের গ্রাম

তাপস দাস

ভেরচী কিশোর ক্লাব

আমাদের গ্রামটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। মনে হয় যেন ছবির মতো, আমাদের গ্রামের নাম জাহানপুর, জেলা যশোর, থানা কেশবপুর, ডাকঘর-চাতাবাড়ীয়া, দেশবাংলাদেশ। এই হলো আমাদের গ্রামের ঠিকানা। আমাদের গ্রামের রাস্তার চারপাশে ছায়া ঘেরা। কোন কোন জায়গায় পুকুর, খাল, বিল, নদী, নালা ইত্যাদি রয়েছে আমাদের গ্রামে। গ্রামের চারপাশে ঘর বাড়ি রয়েছে। এই গ্রামে ১২০ ঘর মানুষ বসবাস করে। আমাদের এইগ্রামে ঘরবাড়ির আশেপাশে মাঠ ঘাট রয়েছে, বিকাল বেলা সব বধুরা গ্রামের ভিতরে গল্লকরে, ছেলে মেয়েরা খেলাকরে, ছেট ছেট ছেলেরা ঘৃড়ি উড়ায়, ছেলেরা ক্রিকেট খেলা করে বিকালের পরিবেশটা আমাদের গ্রামে খুব চমৎকার লাগে, আমাদের গ্রামে দুপুর বেলা চারদিকে খাখা করে, শান্ত পরিবেশ লাগে দুপুর বেলা খুব রৌদ্র হয়, আমাদের গ্রামে কখনো কখনো আনন্দে বন্যাবয়ে যায় আমাদের গ্রামে বছরে একবার বৈশাখী মেলা উৎযাপন করা হয়, এই মেলায় বিভিন্ন জিনিসপত্র ওঠে, নাগর দোলনা বসে। মাটির কলস মাটির হাড়ি, মাটির পুতুল, মাটির বিভিন্ন, জিনিসপত্র ওঠে, ঝড়ের মধ্যে গ্রামের ছেলে মেয়েরা আম কুড়াতে যায়, আমকুড়াতে খুব মজা লাগে, আম কাড়া কাড়ি করে ছেলে মেয়েরা ঝড়ের পর আসতে আসতে বৃষ্টি নাম তে শুরু হয় ঘরের বাইরে কেউ আসতে পারেনা, রাস্তা ঘাটে প্রচুর কাদা হয়, আমাদের গ্রামটা আসলে ছবির দৃশ্যের মতো আমাদের গ্রামটি খুব সুন্দর, আমাদের গ্রামটিতে সবার মায়া মমতা ভালোবাসা এই গ্রামটা গড়ে উঠেছে।

গাছ আমাদের এবং প্রকৃতির পরম বন্ধু

কাকলী দাস

সারলিয়া কিশোরী ক্লাব।

বাবার মতো গাছ আমাদের দিচ্ছে শ্যামল ছায়া, মায়ের মতো আদর ছোয়া, মমতা আর মায়া। আমাদের জীবন ধারণের জন্য শ্বাস গ্রহণের জন্য যে, অক্সিজেন প্রয়োজন তার যোগান দেয় গাছপালা। বাতাসে যে পরিমাণে অক্সিজেন রয়েছে আমাদের ব্যবহারের জন্য। তা এক সময় শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু শেষ হয় না, কারণ ক্রমাগত বাতাসে অক্সিজেন সরবরাহের কাজটি করে গাছপালা। আমাদের বা প্রাণি জগতের সবার বেঁচে থাকার জন্য গাছ শুধু অক্সিজেন সরবরাহ করে না। আমাদের খাবার ও বড় অংশ আসে গাছ থেকে। তাই গাছের গুরুত্ব আমাদের জীবনে অসীম। গাছপালা, বন-বনানী যেমন প্রকৃতি সৌন্দর্য বিরাজ করেছে, তেমনি আবার আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করছে। ক্রমাগত গাছ নিধনের জন্য নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ ভারসাম্য তাই গাছপালা লাগানো, গাছ রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের দায়িত্বের মধ্যে পরে। এ দায়িত্ব পালনে আমরা যত বেশি আন্তরিক হবো, পৃথিবী নামের এই সতেজ গ্রহটি তত বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠবে আমাদের জন্য। একজন মানুষ যদি ৬০ বছর বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করেন, তার জন্য প্রয়োজন ২২টি পূর্ণাঙ্গগাছ। একটা গাছ এক বছরে ৬০ পাউন্ডের ও বেশি ক্ষতি কারক গ্যাস শোষণ করে। গাছ লাগাবো, প্রকৃতি এবং পরিবেশকে রক্ষা করব এই করি আজ পণ।



রিখার সংসার

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার শারুণ্টিয়া গ্রামের স্বপন দাসের স্ত্রী রিখা। রিখার বাবর বাড়ি কেশবপুর শাবদিয়া গ্রামে রেখার পাঁচ ভাই বোন। রেখার বাবা জুতার কাজ করে। রেখার বাবার সৎসার বড় হওয়াই আর আয় কম থাকাই অভাবের তাড়নায় পড়ে আর কিছুটা অসচেতার কারনে রেখাকে বার বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়। রেখার বর স্বপন দাসের বয়স ছিলো ১৬ বছর। দুজন স্বামী স্ত্রী ছিলো অল্পব য়স। রেখা তের বছর বয়সে একটা কন্যা শিশু জন্ম দেয়। কন্যা শিশুটি ছিল রোগাটে। রেখা মনে করে এর পরের সন্তান-টি হইতো ভাল হবে। কিন্তু না রেখার ১৫ বছর বয়সে আবার ও সন্তান নিল ভাল সন্তানের আশায়। কিন্তু সে সন্তান-টি সুস্থ শরীরে পৃথিবীতে আসিনাই। কারণ রেখার বয়স কম স্বামীর বয়স কম। কারণ এখান ও তার সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো বয়স হয় নি। এছাড়া অভাবের তাড়নায় সঠিক সময়ে সঠিক পুষ্টিকর খাবার তার ভাগ্যে জোটে নাই। তাই অভাবের ভিতর তিনটি অসুস্থ শিশু নিয়ে অসুস্থ স্বামী নিয়ে চলছে অসুস্থ রিখার সৎসার। হায়রে বাল্য বিবাহের পরিনতি। বেচে ও মরে আছে রিখা।

একতা

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার শারুণ্টিয়া গ্রামে কিছু পরিবার আছে যারা দলিত কমিউনিটি। এদের পরিবারের সংখ্যাত ১৫০। কিন্তু এই ১৫০ পরিবারের ভিতরে কোন একতা ছিলনা। এই পরিবার গুলো ২০১৬ সালের মার্চ মাসের আগে তিন ভাগে ছিল। আর তারা ছিল খুবই অসচেতন। নিজেদের ভিতর গেনজাম ফ্যাসাদ মারামারি লেগেই থাকত। এরিই মধ্যে দলিত হার চয়েস প্রকল্প ২০১৬ সালে মার্চ মাসে শারুণ্টিয়া গ্রামে কাজ শুরু করে। প্রথমে তারা বার থেকে আঠার বছর বয়সের মেয়েদের জরিপ করে। তার পর বয়সের ২৫টি মেয়ে নিয়ে কিশোরী ক্লাব গঠন করে। এ ২৫টি মেয়ে ছিল ঐ ১৫০ পরিবারের কারো না কারো সন্তান। দলিতের ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর নাসিমা খাতুন একতা সম্পর্কে বাল্য বিবাহ সম্পর্কে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন সনদ সম্পর্কে মেয়েদের সাথে আলোচনা করে। এবিষয় গুলো মেয়েরা আবার মা বাবা প্রতিবেশিদের সাথে আলোচনা করে। এতে করে তারা নিজেদের ভাল মন্দ বুঝাতে পারে। তারা এখন বুঝতে পেরেছে একতা না থাকলে তাদের সন্তানরা সচেতন হতে পারবেনা। তাদের মেয়েদের জীবন উন্নয়ন হবে না। তারা সুশিক্ষায় শিখিত হবে না। তাই শারুণ্টিয়া গ্রামের দলিত কমিউনিটির লোক গুলো এখন একতা বন্ধ হয়ে বসবাস করছে।

ঝরে পড়া পান্না

বাল্য বিবাহ সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র তথ্য একটি রাষ্ট্রের নাগরিকের জন্য ও খুবই ভয়াবহ। এটাকে একটি মারাত্মক ভাইরাস ও বলা যেতে পারে। যেখানে যায় শুধু তার করালগ্রাস সেখানকার সবাইকে আক্রমণ করতে থাকে। তেমনি সেই করাল গ্রাসের ভিতরে আটকা পড়ে ঝরে পড়লো কিশোরী পান্না। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের এলাকা সুদূর যশোর জেলার, কেশবপুর উপজেলার, ২নং সাগরদাঁড়ি ইউনিয়নের বাঁশ বাড়িয়া গ্রামের পরিতোষ দাসের কন্যা পান্না দাস। মাতানু দাসী দাস পরিবারে ৪ ভাই বোনের ভিতর বোন ২টি এবং ভাই দুটি। পান্না বোনদের ভিতরে ছোট। বাবা মা এবং ভাইবোনদের নিয়ে খুবই সুন্দর একটি পরিবার ছিল তার। হঠাত একদিন একটি ছেলে পক্ষ তার বিয়ের জন্য তার বাবার সাথে কথা বলেন। তখন পান্না দাস ৭ম শ্রেণীতে পড়ত। বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর ৭ মাস। কথাটি পান্না তার বাবার কাছ থেকে শোনার পর সে কিছুতেই বিয়েতে রাজি হয় নি। তারপর এক দিন পান্নাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে হাসানপুর ইউনিয়নের দেউলি গ্রামে তার মাসির বাড়িতে নিয়ে ২০১৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী সাতক্ষীরা জেলার, ভালুকা চাঁদপুর গ্রামের সন্তোষ তাসের ছেলে পলাশ দাসের সাথে পান্নাকে জোর পূর্বক বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু এর পর কিহল! সেই কিশোরী পান্নার? পান্নার স্বামী পলাশ দাস সে প্রতিরাতে নেশা করে গর্ভবত্তী পান্নার উপর ঘোন নির্যাতন ও অন্যান্য শারীরিক নির্যাতন ও করত। শুধুতাই? ঘোতুকের জন্য ও তার উপর অনেক নির্যাতন চালাতো। এমন কি পান্নার পেটের বাচ্চার বয়স ৯ মাস তখন পান্নাকে মেরে রাস্তায় ফেলে দিলো। তার শুশ্র বাড়ির লোক জন। পান্নার বাবা এই সংবাদ শুনে পান্নাকে তার শুশ্র বাড়ি থেকে নিয়ে আসল। এরপর কিছু দিনপর পান্নার একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিল। পান্নার বাবা এই সুসংবাদ পান্নার স্বামীর কাছে পাঠালো। তখন পান্নার স্বামী এবং শুশ্র বাড়ির লোকজন ঐকন্য সন্তানকে অস্বীকার করল। এবং বলল তার সন্তান অবৈধ। তারা কিছুতেই কন্যা সন্তানকে মেনে নিল না। তারপর ও দরিদ্র পান্নার বাবা একজন ভ্যানচালক সে পান্না এবং তার কন্যার খরচ বহন করতে অক্ষম ছিল। এজন্য জোর পূর্বক পান্নাকে তার শুশ্র বাড়িতে রেখে আসল। এবার যেন অত্যাচারের পরিমাণ আরও বেড়ে গেলো। পান্না কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে বলে তার উপর আর ও নির্যাতন করতে লাগল। এবং পান্নাকে তার বাবার কাছ থেকে ঘোতুকের ১ লাখ টাকা আনতে বলা হল। কিন্তু বাবা গরীব থাকায় পান্না সেটা পারেনি। এরপর পান্নার উপর নির্যাতন আরও বেশি হতে লাগল। তাকে মেরে বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। পান্না অশ্রুভরা নয়নে তার বাপের বাড়ি চলে আসল। তারপর ঘটল সেই হৃদয় বিদাড়ক ঘটনা। একদিন পান্নার শুশ্র বাড়ি থেকে একটি তালাক নামা আসল। তাতে তার স্বামীর স্বাক্ষর ছিল। পান্না তার নির্যাতনের কথা এবং বাবার দরিদ্রতার কথা চিন্তা করে ডিভের্স পেপারে স্বাক্ষর করে দিল। এভাবে কুঁড়িতেই নাফুটে ঝরে গেল কিশোরী পান্না। কিন্তু এখন তার কষ্ট ঘুচল। ছোট তিন বছরের কন্যা শিশুকে নিয়ে মানুষের কাছে হাত পেতে খেয়ে পান্না প্রান বাঁচায়। বাল্য বিবাহের এই ভূমি কম্পন পান্নার শরীর ও মনকে কাঁপিয়ে ছিন্ন বিছিন্ন করে দিল। এভাবেই ঝরে পড়ল কিশোরী পান্না।

“বাল্য বিবাহের করাল গ্রাসে ছিন বিছন সুভদ্রা দাস”

বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। তবুও যেন এটি বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষা পটে মাথা ছাড়া হয়ে উঠেছে। বাল্য বিবাহের করাল গ্রাস প্রত্যেক দারিদ্র পরিবারে কিশোরীকে গ্রাস করেছে। তেমনই যশোর জেলার, কেশবপুর উপজেলার ২নং সাগর দাঁড়ি ইউনিয়নের বাঁশ বাড়িয়া গ্রামের পাঁচ দাসের মেয়ে সুভদ্রা দাস। মাপা রূল দাস। পরিবারে ৫ ভাই বোন বড় ভাই এবং বড় বোন বিবাহিত। সুভদ্রার বয়স যখন মাত্র ১১ বছর তখন সুভদ্রার আঠারই গ্রামের নিরাপদ দাসের ছেলের নজিত এর সাথে তার বিয়ে হয়। সুভদ্রার বাবা ছিলেন একজন দিন মজুর খুবই দারিদ্র পরিবার তাদের। শুশ্রে বাড়িতে সুভদ্রার স্বামী তাকে ঘোরুকের টাকার জন্য অনেক নির্যাতন করে। নির্যাতন না সহ্য করতে পেরে সুভদ্রা তার স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে আসে। এরপর তার জীবনে নেমে আসল আর ও দুঃখ। তার বাবার বাড়িতে ও কেউ তাকে জায়গা দিতে চাইল না। তারপর ও সুভদ্রা সেখানে কষ্ট করে মানুষের বাড়িতে চেয়ে খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে লাগল। কিছু দিনপর সুভদ্রার বাবা তাকে সাতক্ষীরা জেলার, তালা উপজেলার, খৃড়গাছ গ্রামের জামিন দাসের ছেলে মিলন দাসের সাথে বিয়ে দিলেন। মিলন দাসের আবার সুভদ্রাকে বিবাহ করার আগে অন্য একটি বিবাহ ছিল। সুভদ্রার সাথে যখন তার বিবাহ হল তখন মিলন দাসের প্রথমন্ত্রী ও মিলন দাসের বাড়িতে আসে এবং মিলন দাস ও তার প্রথম ন্ত্রী মিলে সুভদ্রার উপর খুবই নির্যাতন চালাতে লাগল। কিছু দিন পর সুভদ্রার পেটে সন্তান আসল। সে তখন আর ও বেশি নির্যাতন হতে লাগল। এমন অবস্থায় সুভদ্রার স্বামী মিলন দাস সুভদ্রার বাবার কাছে ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা দাবি করল। যদি সুভদ্রার বাবা এই টাকা না দিতে পারেন তাহলে সে সুভদ্রাকে ডিভোর্স দিবে। কিন্তু সুভদ্রার বাবা ছিল খুবই দারিদ্র তার পক্ষে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এক সাথে দেয় অসম্ভব ছিল বলে। সুভদ্রকে তার স্বামী ডিভোর্স দেয়। এরপর সে আবার বাবার বাড়ির গ্রামে চলে আসে। বাবার বাড়িতে কাজ করে তার পেট চালাতে লাগল। কিন্তু এখন সুভদ্রার একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে। সন্তান ছোট থাকায় তাকে রেখে সে লোকের বাড়ি কাজ করতে ও যেতে পারেনা। যার বাড়িতে যা পায় সেটা চেয়ে খেয়ে তার পেট চলে। সুভদ্রার এমনই অবস্থা আজ হয়েছে শুধুমাত্র বাল্য বিবাহের কারণে। যদি এটানাহত সে যদি শিক্ষিত থাকত তাহলে তার জীবনে এত কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হত না। এমনই ভাবে বাল্য বিবাহ বাংলাদেশ তথা বিশ্বের অন্যান্য দেশে মানুষের জন্য ভূমিকি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নতুন জীবন ফিরে পেল

বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চলের যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ৯নং গৌরীঘোনা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড ভেরচিটামের অমারে শদাসের (৩৭) কন্যা রিঙ্গা দাস তার বয়স ১৪ বছর। সে ভেরচী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে পড়ে। তার মাঝের নাম জোসনা দাস (৩৫) তার এক ছেলে আর এক মেয়ে। অমারেশ দাস ঢাকা শহরে জুত সেলাই কাজ করে। তার স্বপ্ন সে কষ্ট হলে ও ছেলে মেয়ে দুটো সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে বিয়ে দিবেন। রিঙ্গা দাস দলিত, হারচয়েস প্রকল্পের কিশোরী ক্লাবে একজন সদস্য। রিঙ্গা দাস তার সুন্দর জীবন নিয়ে স্কুলে যেতে এবং কিশোরী ক্লাবে আসতো একই গ্রামে স্বপ্ন দাসের ছেলে রিপন দাস রিঙ্গা দাসকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। রিপন দাস অনার্স প্রথম বর্ষে লেখাপড়া করে। কিন্তু রিঙ্গা দাস তার প্রস্তাবে রাজি না হলে তারে জোর করে বাড়িতে নিয়ে শাখা সিদুর পড়িয়ে দেয়। তার পর রিঙ্গাকে যখন পাওয়া যাচ্ছিল না তখন খোজ নিয়ে দেখা গেলো রিপন দাসের বাড়ীতে রিঙ্গা দাস অবস্থান করছে। তারপর ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটের সহযোগীতায় অত্র এলাকায় ইউপি মেম্বার আসাদুজ্জামান এবং চেয়ারম্যান জনাব হাবিবুর রহমান ও পুলিশ প্রশাসন এসে তাদের দুই পরিবারের সমস্যা সমাধান করে দেয় এবং রিঙ্গাকে তার মা বাবার কাছে তুলে দেয়। নতুন জীবন পেল রিঙ্গা দাস। হাসি আর আনন্দে ভরে উঠল রিঙ্গার জীবন।

বাল্য বিবাহের শিকার সুপ্রিয়া

সুপ্রিয়া দাস, পিতা প্রভাষ দাস, মাতা-পার্লদাস, গ্রাম প্রতাপপুর, ইউনিয়ন ৩নং মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর। সুপ্রিয়া প্রতাপপুর নিভা রানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। সে দলিত, হারচয়েসপ্রকল্পের প্রতাপপুর কিশোরী ক্লাবের সদস্য। সে প্রতিমাসে কিশোরী ক্লাবে সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক মাসিক সভায় অংশ গ্রহণ করত। বাল্য বিবাহ কি? বাল্য বিবাহের কুফল, বাল্য বিবাহ আইন প্রতি সম্পর্কে সে জানত। তারপরে ও সে নিজেই বাল্য বিবাহের শিকার হয়। সুপ্রিয়া বাশি বাড়িয়া গ্রামের বাম প্রসাদ দাসের সঙ্গে পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে সুপ্রিয়াদের গ্রামে ছেলের মামার বাড়ি, ছেলে রাম প্রসাদ দাস, পিতা মাধবদাস, মাতা ঝর্নাদাস(মৃত) গ্রাম বাশি বাড়িয়া ইউনিয়ন ২নং সাগরদাড়ী কেশবপুর, যশোর। রাম প্রসাদ মামার বাড়ি এসে কৌশলে সুপ্রিয়াকে রাজি করায় বিয়ে করার জন্য। সুপ্রিয়া বাড়ি এসে রাজি হয়নি কিন্তু রামপ্রসাদ তাকে বিভিন্ন বিষয়ে বুঝিয়ে তাকে রাজি করায় এবং রাম প্রসাদের বোনের বাড়ি টিটামোমিনপুরে নিয়ে গিয়ে সুপ্রিয়াকে বিয়ে করে। সুপ্রিয়া এবং রামপ্রসাদের বাড়ির কেউ ঘটনাটি জানেনা শুধু রামপ্রসাদের মামার বাড়ি কেউ কেউ জানতে পারে বলে এলাকাবাসী জানায়। সুপ্রিয়া এখন বালিকা বধু। তাকে সৎসারের সব কাজ করতে হয়। তার স্বামী রোজগারের জন্য বাইরে থাকে। সৎসারের সব কাজ তাকে একা করতে হয়। এতে তার অনেক কষ্ট হয়। সে নিজে এখন বুবাতে পারছে সে ভুল করেছে। সে এখন অনুত্পন্ন। সে চায় আর কোন কিশোরী যেন বাল্য বিবাহের স্বীকার না হয়।

স্বপ্ন পূরণ হলো সুমা দাসের

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ৯নং গৌরীঘোনা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের কাশিমপুর গ্রামে গবিন্দ দাস (৪২) তার স্ত্রী শিখা রানী দাস (৩৬)। গবিন্দ দাসের ছিলো একটি ছেলে আর একটি মেয়ে সুখের পরিবার। গবিন্দ দাস ছিলেন একজন ভ্যান চালক। তিনি অনেক কষ্ট করে সুমা দাসের এইচ.এস.সি পাশ করান এবং ছেলে জয় দাস দশম শ্রেণীতে পড়ালেখা করে। সুমা দাস ছোট বেলা থেকে স্বপ্ন দেখতো যে, সে পুলিশ হবে এবং দেশ ও জনগনের সেবায় এগিয়ে আসবে। দলিত হারচয়েসপ্রকল্প গৌরীঘোনা ইউনিয়নের কাশিমপুর গ্রামে ২০১৭ সালের ১লা মে জানুয়ারী থেকে কার্যক্রম শুরু করে এবং কাশিমপুরগ্রামে একটি কিশোরী ক্লাবেগঠন করা হয়। সেখানে প্রতিমাসে বিভিন্ন বিষয়ে মাসিক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুমা দাস কিশোরী ক্লাবে আসতো এবং বিভিন্ন বিষয়ে ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটের কাছ থেকে পরামর্শনিত। এই সচেতন তার মাধ্যমে সে বাংলাদেশ পুলিশ লাইনে দাঁড়ায় এবং সেখানে সে একজন দরিদ্র পরিবারের মেয়ে হয়ে ও সুযোগ পেয়ে যায়। সুমা দাস একজন গরীব পরিবারের সন্তান হয়ে ও খুলে নিলো তার ভাগ্য। পূরণ হলো সুমা দাসের সে কাঞ্চিত স্বপ্ন। তার বাবা গবিন্দ দাস ভ্যান চালিয়ে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে সেটা কাবি ফলে যায়নি। সুমা দাসের পুলিশের চাকরি হওয়াতে তার বাবা তার জীবনের সেই কষ্টের কথা গুলো আর মনে নাই। তারা স্বপরিবারে খুব খুশি হয়েছে। শুরুহলো ২০১৭ সালের সুমা দাসের নতুন অধ্যায়।

অঙ্ককার জীবনে আলো

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ৯নং গৌরীঘোনা ইউনিয়নের ভেরচি গ্রামের তন দাসের (৪৮) ছিলেন তিনটি কন্যা এবং একটি মাত্র পুত্র সন্তান। তার স্ত্রীর নাম মেনোকা দাস (৪২) তিনি কন্যা তিন জনকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে ছিলেন এবং ছেলেটি প্যারা মেডিকেলে পড়ালেখা করে। কিন্তু তিনি এবং তার স্ত্রী বাল্য বিবাহ সম্পর্কে বুঝাতেন না বা সচেতন ছিলেন না। এই ভাবে তিনি তার ছেলেকে পড়ালেখা করা অবস্থায় ১৭ বছর বয়সে (বিকাশ দাসকে) বিয়ে দিয়ে ছিলেন। তার পুত্র বধুর নাম ছিল সুমিদাস। তার বিবাহের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। বিয়ের পর পর সেমা হতে শুরু করে। তারা কখনো লোক সম্মুখে উপস্থিত হননি। কিন্তু দলিত, হারচয়েসপ্রকল্প গৌরীঘোনা ইউনিয়নে ভেরচিগ্রামে কাজ শুরু করে ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে। কার্যক্রম শুরু হওয়ার কিছু দিনপর ইউ এফ রঞ্জিচা খাতুন তাদেরকে কাপল মিটিং এর জন্য আমন্ত্রন জানায়। তারা প্রথমে মিটিং এআসতে সংকোচবোধ করে। তারপর ইউএফ তাদের কে অনেক বুঝিয়ে মিটিং একিশোরীদের সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু মিটিং শেষে তারা ছবি তুলতে রাজি হয়না। তারপর তারা বলে যে আমরা তো এরকম কখনো আসিনি। তাই আজকে আমাদের খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে আমরা বুঝি অঙ্ককার থেকে আলোর পথে পা রাখলাম।

“অবহেলিত নারী”

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার কেশবপুর ইউনিয়ন এর সুজাপুর গ্রামে কুমারে সদাসের স্ত্রী ঝর্ণা। ঝর্ণার মাত্র এগার বছর বয়সে কুমারে সদাসের সাথে বিয়ে হয়। কুমারে সদাসের তখন বয়স ছিল মাত্র ঘোল বছর। বিবাহের বছর পার না হতেই ঝর্ণার কোল জুড়ে আসে সন্তান। একটা সন্তানের বয়স এক বছর পারনা হতেই ঝর্ণা আবার মা হতে চলে। কারণ ঝর্ণা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিষয়ে জানতনা। এভাবে ঝর্ণা চারটা সন্তানের মা হয়। কারণ ঝর্ণা জানতো না যে কি করলে মা হওয়া থেকে বিরত হওয়া যায়। এদিকে ঝর্ণার স্বামী কুমারে সদাস ঝর্ণার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করত। সে যখন তখন ঝর্ণাকে কাছে পেতে চাইত। এমনকি ঝর্ণা যখন প্রেগনেন্ট থাকত, বা দুই একদিন বাচ্চা হয়েছে, বা মিনিস্ট্রিরিয়াল চলছে তখন সে ঝর্ণাকে কাছে পেতে চাইতো আর তাকে ব্যবহার করত, এমন করতে করতে ঝর্ণার জরায়ুর ইনফেকশন দেখা দিল কিন্তু ঝর্ণার স্বামী তাকে কোন চিকিৎসা করাত না। ঝর্ণা চিন্তা করল সে যদি টিউবেকটমি করায় তাহলে সে সুস্থ হয়ে যাবে। আর সে এটা করল। কিন্তু তার রোগের কোন পরিবর্তন হলো না। আজ ছয় বছর সে জরায়ু যন্ত্রান্ত ভুগছে। এখনতার শরীর চুলকায়, জালা যন্ত্রনা করে। পুন্দাপের সাথে সাদা কৃমির মতো পুকা বের হয়। শরীর থেকে দুর্গন্ধি বের হয়। চিকিৎসার জন্য এদিকে ও দিকে ছুটাছুটি করে ঝর্ণা। স্বামী এখন তার পাশে ও বসে না। হায়রে নারীর জীবন। আজ ও এত অবহেলীত নারী।



প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এর স্থিরচিত্র



বড়েঙ্গা কিশোরী ক্লাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মাসিক সভার চিত্র।



টিটা মমিনপুর কিশোরী ক্লাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মাসিক সভার চিত্র।



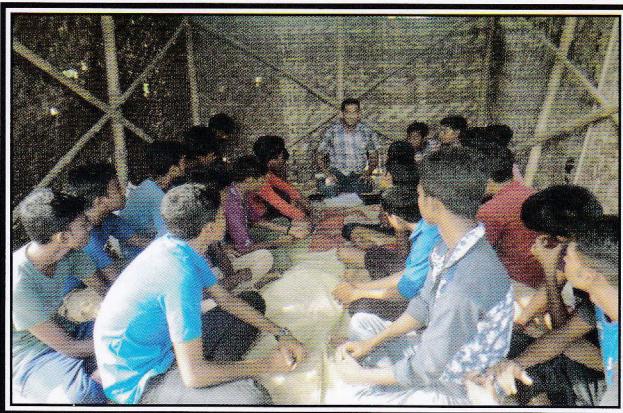
বুড়িহাটি কিশোরী ক্লাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মাসিক সভার চিত্র।



হাড়িয়াঘোপ কিশোরী ক্লাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মাসিক সভার চিত্র।



ব্রহ্মকাটি কিশোরী ক্লাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মাসিক সভার চিত্র।



সুজাপুর কিশোরী ক্লাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মাসিক সভার চিত্র।



বড় পাথরা কিশোরী ক্লাবে ভুক্তভোগী দম্পত্তিদের সহায়তা বাল্য বিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ ওরিয়েন্টেশনের চিত্র।



হাড়িয়াঘোপ কিশোরী ক্লাবে ভুক্তভোগী দম্পত্তিদের সহায়তা বাল্য বিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ ওরিয়েন্টেশনের চিত্র।



বাঁশবাড়িয়া কিশোরী ক্লাবে ভুক্তভোগী দম্পত্তিদের সহায়তা বাল্য বিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ ওরিয়েন্টেশনের চিত্র।



পাথরা কিশোরী ক্লাবে পরিবার ও সমাজে নারীর বৃমিকা, সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ বৈষম্য হাসের লক্ষ্যে পুরুষ সদস্যদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ওরিয়েন্টেশনের চিত্র।



চিংড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা থেকে কিশোরীদের ঝরেপড়া হাসের লক্ষ্যে স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক এবং স্কুল/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য ওরিয়েন্টেশনের চিত্র।



ভেরচী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা থেকে কিশোরীদের ঝরেপড়া হাসের লক্ষ্যে স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক এবং স্কুল/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য ওরিয়েন্টেশনের চিত্র।



মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে অভিভাবকদের জন্য বার্ষিক ওরিয়েন্টেশনের চিত্র-চিংড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।



অভিভাবকদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষনের চিত্র।



মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকর দের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের চিত্র।



সিনিয়র স্কুল শিক্ষক এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে সভার চিত্র।



সিনিয়র স্কুল শিক্ষক এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে চিত্র।



বাল্যবিবাহ, শিশু নির্যাতন হ্রাস এবং নারী অধিকার সম্পর্কিত শিক্ষক ওরিয়েন্টেশনের চিত্র।



সাগরদাঁড়ী সনেট নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে অংকন প্রতিযোগিতার চিত্র।



চিরাংকন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত বিজয়ী দল।



চিরাংকন প্রতিযোগিতায় সভাপতির বক্তব্য প্রদানের চিত্র।



চিরাংকন প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য প্রদানের চিত্র।



টিটা মোমিনপুর কিশোরী ক্লাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক স্বাস্থ্য ক্যাম্পে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের বক্তব্য প্রদানের চিত্র।



ভেরচী কিশোরী ক্লাবে মহিলাদের খেলাধুলা অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী চিত্র।



প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের খেলায় সভাপতির বক্তব্য প্রদানের চিত্র।



স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কুইজ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদানের চিত্র।



মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে অভিভাবকদের জন্য বার্ষিক ওরিয়েন্টেশনে নির্বাহী পরিচালক, সহঃ পরিচালক ও প্রকল্প ব্যাবস্থাপক।



মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে অভিভাবকদের জন্য বার্ষিক ওরিয়েন্টেশনে দলিলে সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য প্রদান।



মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে অভিভাবকদের জন্য বার্ষিক ওরিয়েন্টেশনে দলিলের মনিটরিং অফিসারের বক্তব্য প্রদান।



বাঁশবাড়িয়া কিশোরী ক্লাবের নির্বাচিত সদস্যদের জন্য ঝাতুশ্রাবকালীন পরিচর্যা সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশনের চিত্র।



ধর্মপুর কিশোরী ক্লাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক স্বাস্থ্য ক্যাম্পের চিত্র।



শেখরপুরা কিশোরী ক্লাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক স্বাস্থ্য ক্যাম্পের চিত্র।



সারঞ্জিয়া কিশোরী ক্লাবে বাল্য বিবাহের শিকার ভুক্তভোগী মহিলাদের জন্য পাঠদান কর্মসূচীর চিত্র।



বুড়িহাটি কিশোরী ক্লাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মাসিক সভার চিত্র।



বাল্য বিবাহের উপর কমিউনিটি পর্যায়ে অভ্যাসগত পরিবর্তনের জন্য পথনাটক প্রদর্শনের চিত্র।



হাড়িয়াঘোপে বাল্য বিবাহের উপর কমিউনিটি পর্যায়ে অভ্যাসগত পরিবর্তনের জন্য পথনাটক প্রদর্শনের চিত্র।



কিশোরীদের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্টে মঞ্চে উপস্থিতি এর চিত্র।



কিশোরীদের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্টে কেশবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যানের প্রতিযোগীদের সাথে স্বাক্ষাংকারের চিত্র।



কিশোরীদের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারীদের চিত্র।



কিশোরীদের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্টে কেশবপুর উপজেলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যানের প্রতিযোগীদের সাথে স্বাক্ষাংকারের চিত্র।



কিশোরীদের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারীদের চিত্র।



দলিত হার চয়েস প্রকল্প কর্তৃক আয়েজিত কিশোরীদের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্টের চিত্র।



দলিত হার চয়েস প্রকল্প কর্তৃক আয়েজিত কিশোরীদের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণের চিত্র।



দলিত হার চয়েস প্রকল্প কর্তৃক আয়েজিত কিশোরীদের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ী দল।



কিশোরী মেয়েদের জন্য নেতৃত্ব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের চিত্র।



কিশোরী মেয়েদের জন্য নেতৃত্ব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের চিত্র।



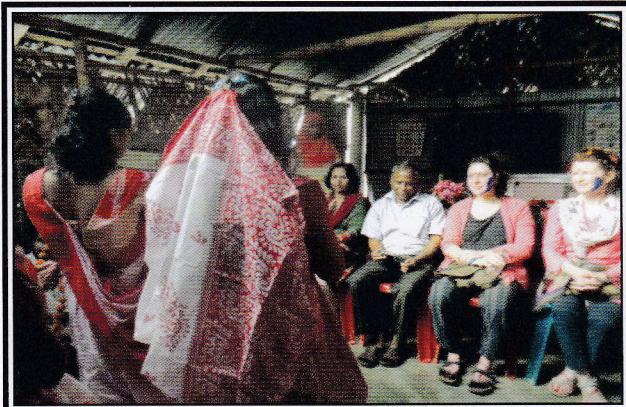
কিশোরী মেয়েদের জন্য নেতৃত্ব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের চিত্র।



Liking & Learning Workshop



Liking & Learning Workshop



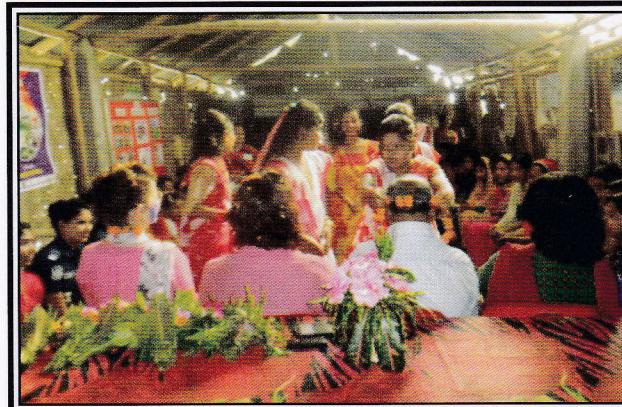
দলিত হার চয়েস প্রকল্পের কিশোরী ক্লাবের দাতা সংস্থার
প্রতিনিধিদের পরিদর্শনের চিত্র।



দলিত হার চয়েস প্রকল্পের কিশোরী ক্লাবের দাতা সংস্থার
প্রতিনিধিদের পরিদর্শনের চিত্র।



দলিত হার চয়েস প্রকল্পের কিশোরী ক্লাবের দাতা সংস্থার
প্রতিনিধিদের পরিদর্শনের চিত্র।



দলিত হার চয়েস প্রকল্পের কিশোরী ক্লাবের দাতা সংস্থার
প্রতিনিধিদের পরিদর্শনের চিত্র।

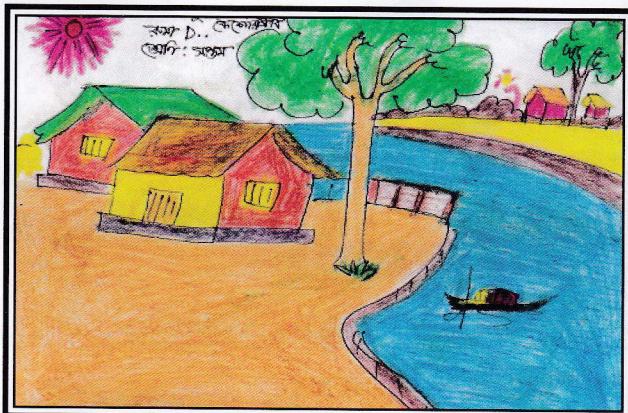
বিভিন্ন ক্লাবের নির্বাচিত চিত্রাংকন



সপন দাস, বুড়িহাটি কিশোরী ক্লাব।



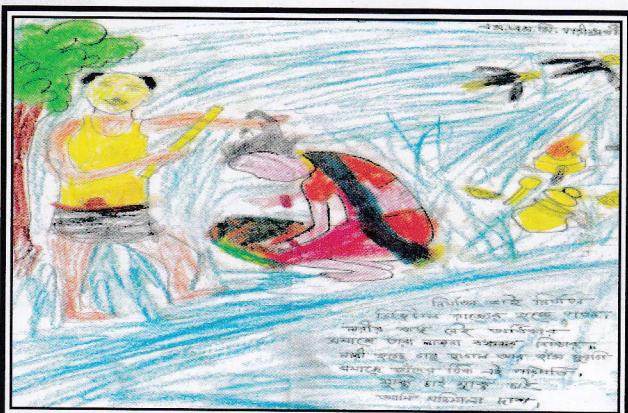
রাধা দাস, বুড়িহাটি কিশোরী ক্লাব।



চন্দনা দাস, বাঁশবাড়ীয়া কিশোরী ক্লাব।



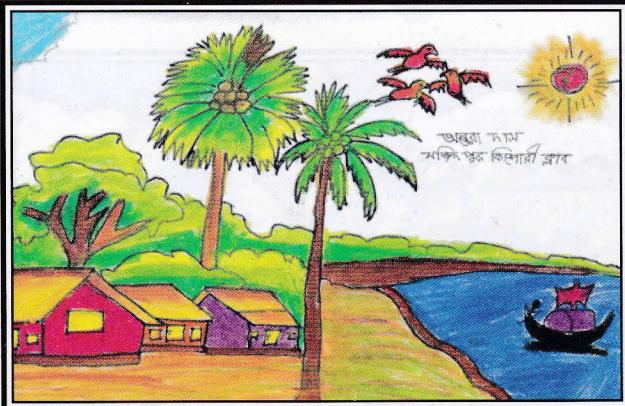
মাধুবী দাস, বুড়িহাটি কিশোরী ক্লাব।



বাসন্তী দাস, কাশিমপুর কিশোরী ক্লাব।



মিতালী দাস, ভেরচি কিশোরী ক্লাব।



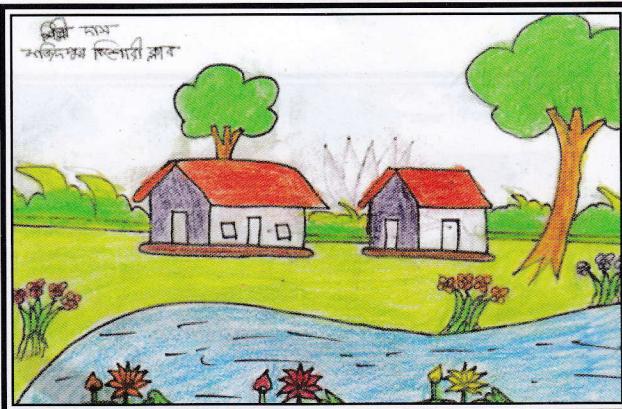
অন্তরা দাস, মজিদপুর কিশোরী ক্লাব।



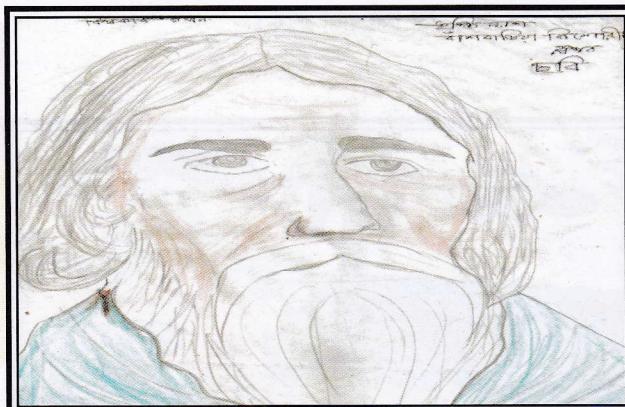
অন্তরা দাস, মজিদপুর কিশোরী ক্লাব।



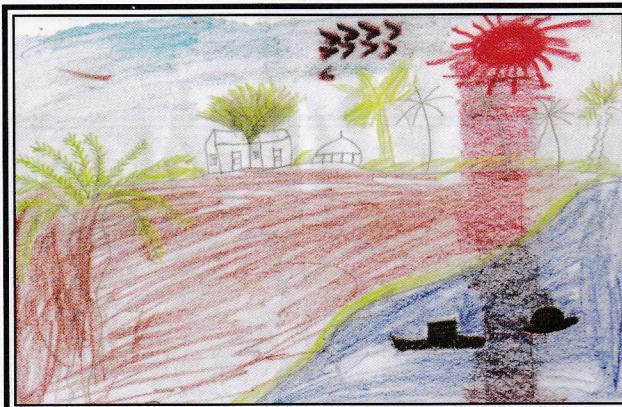
শিল্পি দাস, মজিদপুর কিশোরী ক্লাব।



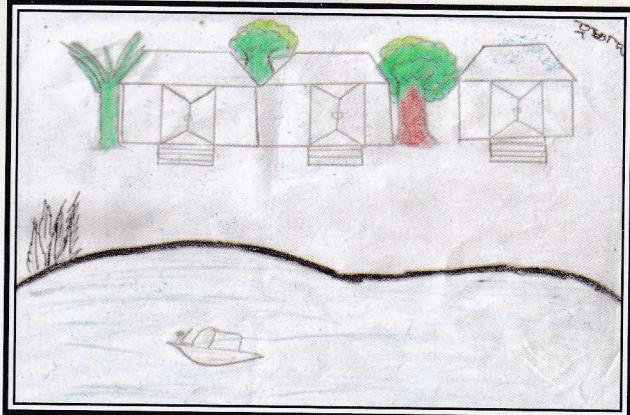
গিংকি দাস, বড়েঙা কিশোরী ক্লাব।



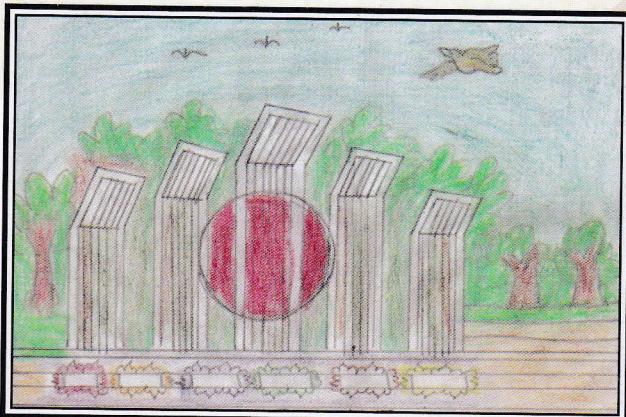
তৃষ্ণি দাস, বাসবাড়িয়া কিশোরী ক্লাব।



সুরাইয়া খাতুন, সুজাপুর কিশোরী ক্লাব।



তৃঞ্চা দাস, ব্রহ্মকাটি কিশোরী ক্লাব।



শ্যামলী দাস, মজিদপুর কিশোরী ক্লাব।



পিংকি দাস, বড় পাথরা কিশোরী ক্লাব।



সুমা, সারংটিয়া কিশোরী ক্লাব।



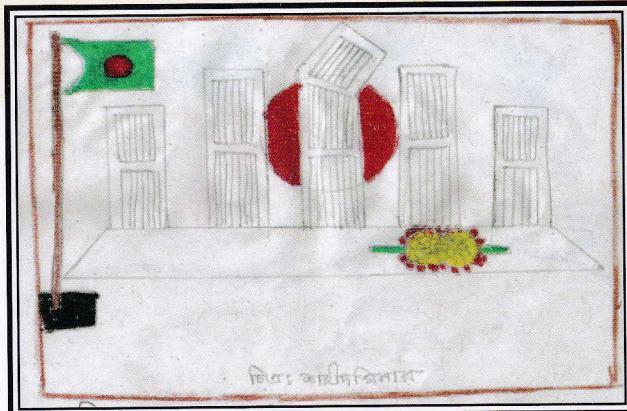
শ্যামলী দাস, পাঁজিয়া কিশোরী ক্লাব।



মুক্তা দাস, মমিনপুর কিশোরী ক্লাব।



রিঙ্কু দাস, কোমরপোল কিশোরী ক্লাব।



সংগীতা দাস, সারাংশিয়া কিশোরী ক্লাব।



তুলসি দাস, কোমর পোল কিশোরী ক্লাব।



সুর্বণা দাস, সারাংশিয়া কিশোরী ক্লাব।



অনামিকা দাস, সারাংশিয়া কিশোরী ক্লাব।

বালিকা বেলা

একটি দৃশ্য প্রকাশনা

